50651 - যে নারী কাযা রোযা পালন করার আগেই গর্ভবতী হয়ে গেছেনে বধিায় রোযা রাখতে পারছে না

প্রশ্ন

হায়যেরে কারণে আমার স্ত্রীর ওপর গত রমযানরে কছিু রোযার কাযা পালন করা বাকী আছে। সে এ রোযাগুলোর কাযা পালন করার পূর্বে আগামী রমযান আসার আগেই গর্ভবতী হয়ে গেছে। তার চকিৎিসক মহলিা ডাক্তার তাকে জানয়িছে যে, গর্ভকালীন সময়ে সে কছিুতেই রোযা রাখতে পারবে না এবং দুধপান করানো কালীন সময়েও রোযা না রাখতে পারার সম্ভাবনা রয়ছে— শারীরকিভাবে সে দুর্বল হওয়ার কারণে এবং গর্ভস্থ ভ্রুণরে ওপর আশংকা থাকার কারণে। তাই সে এ দনিগুলোর রোযা রাখতে পারবে না। এ দনিগুলোর রোযার জন্য তার কি করণীয়? এবং সে যদি আগামী রমযানরে রোযাগুলো পরবর্তী রমযান আসার আগে না রাখতে পারে সক্ষেত্রেও তার করণীয় কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যে ব্যক্তি শরয়িত স্বীকৃত কোন ওজররে কারণে রমযানরে রোযা ভঙ্গেছে আল্লাহ্ তাকে পরবর্তী রমযান আসার আগ পর্যন্ত রমযানরে রোযা কাযা পালন করার সুযোগ দয়িছেনে। তবে, বলিম্ব করার এ সুযোগ পয়েে কউে যনে কাযা পালনকে মুলতবি করার প্রতি প্ররোচতি না হয়। কনেনা হতে পারে এমন কোন প্রয়োজন বা এমন কোন পরবির্তন ঘটবে যার ফলে তার পক্ষে কাযা পালন করা কঠনি হয়ে যাবে কংিবা সে পালন করতে পারবে না। বশিষেতঃ নারীদরে ক্ষত্রেে গর্ভধারণ, হায়যেগ্রস্ত হওয়া ও নফিাসগ্রস্ত হওয়ার বষিয় রয়ছে।

যদি কউে কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বলিম্ব করতে করতে সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে শাবান মাস শষে হয়ে যায়, কন্তিু সে কাযা রোযা পালন করতে না করে: তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি তার কোন ওজর থাকে তাহলে তার গুনাহ হবে না। উভয় অবস্থাতেই দ্বতিীয় রমযানরে পরে কাযা পালন করা তার ওপর আবশ্যক হবে। কোন কোন আলমে কাযা পালন করার সাথে প্রতদিনিরে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি বলছেনে। যদি তার সাধ্যে থাকে এবং সে তা করে তাহলে সটোই হচ্ছে অধকি নরিাপদ। নচৎে শুধু কাযা রোযা পালন করলইে চলবে।

আরও জানতে দখেুন: 26865 নং ও 21710 নং প্রশ্নোত্তর।

শাইখ মুহাম্মদ সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

যে ব্যক্তি কাযা রোযা পালনে এত বিলম্ব করছে যে, পরবর্তী রমযান চলে এসছে তার হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: আলেমদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী এক রমযানের কাযা রোযা পালনে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয নয়। কেননা আয়শো (রাঃ) বলছেন: "আমার ওপর রমযানের কাযা রোযা থাকত যেগুলো আমি শাবান মাসে ছাড়া পালন করতে পারতাম না।" এটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় রমযানের পরে পালন করার কোন ছাড় নেই। যদি কোন ওজর ছাড়া এমনটি করে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর ওয়াজিব হল দ্বিতীয় রমযানের পর অবিলম্বে কাযা রোযা পালন করা। তার ওপর মিসকীন খাওয়ানো কি আবশ্যক হবে; নাকি হবে না— এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করছেন। সঠিক কথা হল: তার ওপর মিসকীন খাওয়ানো আবশ্যক হবে না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।"[সূরা বাকারা, ২:১৮৫]

আল্লাহ্ তাআলা এখানে কাযা পালন ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজিব করেনি।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৭)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

এক নারী গত বছর রমযান মাসে কিছু রোযা ভঙ্গেছে। অতঃপর শাবান মাসের শেষদিকে রোযাগুলোর কাযা পালন শুরু করছে। এরমধ্যে তার হায়েয শুরু হয়ে গেছে এবং এ বছরের রমযান মাসও শুরু হয়ে গেছে। অথচ তার একটি রোযা কাযা পালন রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তার উপর কী কর্তব্য?

জবাবে তিনি বলেন: সে নারী এ বছরের রমযানের আগে যে রোযাটির কাযা পালন করতে পারেনি তার ওপর সে রোযাটির কাযা পালন করা ওয়াজিব। এ বছরের রমযান মাস শেষ হলে গত বছরের যে রোযা তার ছুটে গেছে সেটার কাযা পালন করবে।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৮)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞেস করা হয় যে,

এক নারী নিফাসের কারণে রমযানের রোযা ভঙ্গেছে এবং দুধ পান করানোর কারণে কাযাও পালন করতে পারেনি। এরমধ্যে দ্বিতীয় রমযান শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার উপর কী ওয়াজিব?

জবাবে তিনি বলেন: এ নারীর ওপর ওয়াজিব হল যে দিনগুলোতে সে রোযা ভঙ্গেছে সেগুলোর বদলে রোযা রাখা। এমনকি সেটা যদি দ্বিতীয় রমযানের পরে হয় তবুও। কেননা সে বিশেষ ওজরের কারণে প্রথম রমযান ও দ্বিতীয় রমযানের মাঝে কাযা পালন করতে পারেনি। কিন্তু যদি শীতকালে কাযা পালন করা তার জন্য কষ্টকর না হয়, সেটা একদিন বাদ দিয়ে একদিন হলেও— তাহলে সেটাই তার উপর অনিবার্য। এমনকি সে যদি দুধ পান করায় তবুও। তার উচিত রমযানের যে রোযাগুলো ছুটে গেছে দ্বিতীয় রমযান আসার আগেই সেগুলোর কাযা পালন করা। যদি সে না পারে তাহলে দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব

করলওে কোন অসুবধিা নইে।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৬০)]

সারকথা হল: এ দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা আপনার স্ত্রীর দায়ত্বি থোকা ঋণ। যখনই তার সক্ষমতা হবে তখনই সগেুলোর কাযা পালন করা অনবিার্য।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।